মা লক্ষ্মীর ব্রতঃ

লক্ষ্মীদেবীর ধ্যানঃ
পাশাক্ষমালিকান্তোজ-সৃণিভির্যাম্যসৌম্যয়োঃ। পদ্মাসনাস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাতরম্।।

গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ সর্বালঙ্কার-ভূষিতাম্। রৌক্মপদ্ম-ব্যগ্রকরাং বরদং দক্ষিণেনতু।। পূজামন্ত্র-শ্রীং লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ।

পুষ্পাঞ্জলী মন্ত্রঃ
নমস্তে সর্বদেবানাং বরদাসি হরপ্রিয়ে।
যা গতিস্তং প্রপন্নানাং সা মে ভূয়াত্ত্বদর্চ্চনাৎ।

প্রণাম মন্ত্রঃ
বিশ্বরূপস্য ভার্ষাসি পদ্মে পদ্মলয়ে শুভে।
সর্ব্বতঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মী নমোহস্তুতে।।

স্তবঃ
ত্রৈলোক্য পূজিতে দেবি কমলে বিষ্ণবল্লভে।
যথা ত্বং সুস্থিরা কৃষ্ণে তথা ভব ময়ি স্থিরা।।
ঈশ্বরী কমলা লক্ষ্মীশ্চলা ভূতির্হরিপ্রিয়া।
পদ্মপদ্মলয়া সম্পদ্ সৃষ্টি শ্রীঃ পদ্মধারিণী।।
দ্বাদশৈতানি নামানি লক্ষ্মীং সংপূজ্য যঃ পঠেৎ।
স্থিরা লক্ষ্মীর্ভবেস্তস্য পুত্রদারদিভিঃ সহ।।

মায়ের পাঁচালীঃ

দোল পূর্ণিমার নিশি নির্মল আকাশ।
ধীরে ধীরে বহিতেছে মলয় বাতাস ।।
লক্ষ্মীদেবী বামে করি বসি নারায়ণ।
করিতেছে নানা কথা সুখে আলাপন ||
সেইকালে বীণা হস্তে নারদ মুনিবর।
লক্ষ্মী নারায়ণে নমি কহিল বিস্তর।
ঋষি বলে মাগো তব কেমন বিচার।
সর্বদা চঞ্চলা হয়ে ফির দ্বারে দ্বার ।
মর্ত্যবাসী সদা তাই ভুগিছে দুর্গতি।
ক্ষণেকের তরে তব নাহি কোথা স্থিতি।
প্রতিদিন অন্নভাবে সবে দুঃখ পায়।
প্রতি গৃহে অনশন জীর্ণ-শীর্ণকায় ॥
নারদের বাক্য শুনি লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।।
সঘনে নিঃশ্বাস ত্যজি কহে মৃদুবাণী ।।
বৃহস্পতিবারে মিলি যত এয়োগণে।
বাড়িবে ঐশ্বর্য্য তাহে তোমার কৃপায়।

দুঃখ কষ্ট দূরে যাবে তোমার দয়ায় ॥
শ্রীহরির বাক্য শুনি আনন্দিত মনে।
মর্তে চলিলেন লক্ষ্মী ব্রত প্রচারণে।
অবন্তী নগরে লক্ষ্মী হ'ল উপনীত।
দেখিয়া শুনিয়া হ'ল বড়ই স্তম্ভিত।
নগরের লক্ষপতি ধনেশ্বর রায়।
অগাধ ঐশ্বর্য্য তার কুবেরের প্রায়।
সোনার সংসার তার শূন্য হিংসা দ্বেষে ।
প্রজাগণে পালিতে সে পুত্র নির্বিশেষে ॥
যথাকালে সসম্মানে গেল লোকান্তর ।।
কভু না কাহার প্রতি আমি করি রোষ।
পিতার মৃত্যুর পর সপ্ত সহোদর।
হইল পৃথক অন্ন সপ্ত সহোদর ||
নরনারী দুঃখ পায় নিজ কর্মদোষে ॥
যাও তুমি ঋষির ত্রিলোকে ভ্রমণে।
ইহার বিধান আমি করিব যতনে ॥
অতঃপর চিন্তি লক্ষ্মী নারায়ণে কয়।।
কিরূপে হরিবে দুঃখ কহ দয়াময় ।
হরি কহে শুন সতী বচন আমার।
মর্ত্যধামে লক্ষ্মী ব্রত করহ প্রচার ।।।

বৃহস্পতিবারে মিলি যত এয়োগণে।
সন্ধ্যাবেলা পূজার কথা শুনি ভক্তিমনে।
বাড়িবে ঐশ্বর্যা তাহে তোমার কৃপায়।।
দুঃখ কষ্ট দূরে যাবে তোমার দয়ায় ||
শ্রীহরির বাক্য শুনি আনন্দিত মনে।
মর্তে চলিলেন লক্ষ্মী ব্রত প্রচারণে ॥
অবন্তী নগরে লক্ষ্মী হ'ল উপনীত।
দেখিয়া শুনিয়া হ'ল বড়ই স্তম্ভিত।
নগরের লক্ষপতি ধনেশ্বর রায়।
অগাধ ঐশ্বর্য তার কুবেরের প্রায়।
সোনার সংসার তার শূন্য হিংসা দ্বেষে।
প্রজাগণে পালিতে সে পুত্র নির্বিশেষে ।
এক অন্নে সাত পুত্র রাখি ধনেশ্বর।
যথাকালে সসম্মানে গেল লোকান্তর ||
পিতার মৃত্যুর পর সপ্ত সহোদর।
হইল পৃথক অন্ন সপ্ত সহোদর ।
ক্রমে ক্রমে লক্ষ্মীদেবী ছাড়িল সবারে।
সোনার সংসার সব গেল ছারখারে।
বৃদ্ধা ধনেশ্বর পত্নী না পারি তিষ্ঠিতে।
গহন কাননে যায় জীবন ত্যজিতে।
হেনকালে ছদ্মবেশে দেবী নারায়ণী।
বন মাঝে উপনীত হলেন আপনি।

মধুর বচনে দেবী জিজ্ঞাসে বৃদ্ধারে।
কিজন্য এসেছ তুমি গহন কান্তারে ।
কাঁদিতে কাদিতে বৃদ্ধা অতি দুঃখভরে।
তাহার ভাগ্যের কথা বলিল লক্ষ্মীরে।
সহিতে না পারি আর সংসার যাতনা।
ব্রতকথা শুনি তার ভক্তি উপজিল।
ত্যজিব জীবন আমি করেছি বাসনা ।
লক্ষ্মীদেবী বলে শুন আমার বচন।
মহাপাপ আত্মহত্যা নরকে গমন।
আমি বলি সাধবী তুমি কর লক্ষ্মীব্রত।
দুঃখ রবি অস্ত যাবে হবে পূবমত।
মনেতে লক্ষ্মীর মূর্তি করিয়া চিন্তন।
একমনে ব্রতকথা করিবে শ্রবণ ।
ঘরে গিয়ে এয়ো লয়ে কর লক্ষ্মীব্রত।
যেই গৃহে লক্ষ্মীব্রত গুরুবারে হয়।
বাঁধা থাকে লক্ষ্মী তথা জানিও নিশ্চয় ।
বলিতে বলিতে দেবী নিজ মূর্তি ধরি।
দরশন দিল তারে লক্ষ্মী কৃপা করি ।
মূর্তি হেরি বৃদ্ধা তারে প্রণাম করিল।
আনন্দিত হয়ে বৃদ্ধা গৃহেতে ফিরিল ।
গৃহেতে ফিরিয়া বৃদ্ধা করিল বর্ণন।
যেরূপে ঘটিল তার দেবী দরশন।
ব্রতের বিধান সব বধূদের বলে ।
শুনি বধুগণ ব্রত করে কৌতূহলে ॥
বধূগণ লয়ে বৃদ্ধা করে লক্ষ্মীব্রত।
হিংসা দ্বেষ-স্বার্থ ভাব হৈল তিরোহিত।

মালক্ষ্মী করিল তথা পুনরাগমন।
অচিরে হইল গৃহ শান্তি নিকেতন।
দৈবযোগে একদিন বৃদ্ধার আলয়ে।
উপনীত এক নারী ব্রতের সময়ে ||
ব্রতকথা শুনি তার ভক্তি উপজিল ।
লক্ষ্মীব্রত করিবারে মানস করিল ।
স্বামী তার চিররুগ্ন অক্ষম অর্জনে।
ভিক্ষা করি যাহা পায় খায় দুইজনে।
এই কথা চিন্তি নারী করিছে কামনা।
নিরোগে স্বামীরে কর চরণে বাসনা ॥
ঘরে গিয়ে এয়ো লয়ে করে লক্ষ্মীব্রত ।
ভক্তিসহ সাধবী নারী পুজে বিধিমত ।।
দেবীর কৃপায় তার দুঃখ হলো দূর।
পতি হলো সুস্থ দেহে ঐশ্বর্য্য প্রচুর ॥
কালক্রমে শুভদিনে জন্মিল তনয়।
সংসার হইল তার সুখের আলয় ।

দয়াময়ী লক্ষ্মীমাতা সদয় হইল।
রূপবান পুত্র এক তাহার জন্মিল ||
এইরূপে লক্ষ্মীব্রত করে ঘরে ঘরে।
প্রচারিত হলো ক্রমে অবন্তী নগরে।।
শুন শুন এয়োগণ এক অপূর্ব ব্যাপার
ব্রতের মাহাত্ম হ'ল যে ভাবে প্রচার ।

অবন্তী নগরে এক গৃহস্থ ভবনে।
এয়োগণ লক্ষ্মীব্রত করে একমনে ||
সহসা সেখানে এলো বণিক তনয়।
উপনীত হলো তথা ব্রতের সময় ।
ধনরত্ন আদি করি ভাই পঞ্চজন।
পরস্পর অনুগত রয় সর্বজন ।
ব্রত দেখি হলো করি সাধুর তনয়।
বলে একি ব্রত, ইথে কিবা ফলোদয় ॥
সদাগর বাক্য শুনি বলে বামাগণ।
করি লক্ষ্মীব্রত যাতে কামনা পূরণ ॥
পুনরায় কৃপা দৃষ্টি দিনে সদাগরে |
এই ব্রত যে করিবে ধনে জনে তার।
লক্ষ্মী বরে হবে তার সোনার সংসার
শুনি তাহা সদাগর বলে অহঙ্কারে
যে জন অভাবে থাকে সে পূজে উহারে ॥
সাধুর সংসার হলো পূর্বের মতন।
ধনৈশ্বর্য ভোগে আদি যা কিছু সম্ভবে।
সবই তো আমার আছে আর কিবা হবে।।
ভাগ্যে না থাকিলে লক্ষ্মী কিবা দিবে ধন।
হেন কথা কভু আমি না শুনি কখন।
অহঙ্কার বাক্য লক্ষ্মী সহিতে না পারে।
গর্বের কারণে লক্ষ্মী ছাড়িল তাহারে ||
অহঙ্কার বাক্য লক্ষ্মী সহিতে না পারে
গর্বের কারণে লক্ষ্মী ছাড়িল তাহারে ॥
ধনমদে মত্ত হয়ে লক্ষ্মী করি হেলা।
নানা রত্ন পূর্ণ তরী বাণিজ্যেতে গেলা।।
দৈবযোগে লক্ষ্মী কোপে সহ ধনজন।
সপ্ততরী জলমধ্যে হইল নিমগন ।

গৃহমধ্যে ধনৈশ্বর্য যা ছিল তাহার।
বজ্রাঘাতে দগ্ধ হয়ে হলো ছারখার।
দূরে গেল ভ্রাতৃভাব হলো ভিন্ন অন্ন।
সোনার সংসারে তার সকলে বিপন্ন।
ভিক্ষাজীবী হায়ে সবে ফিরে ঘরে ঘরে।
পেটের জ্বালায় ঘোরে দেশে দেশান্তরে।
এরূপ হইল কেন বুঝিতে পারিল।।
কেঁদে কেঁদে লক্ষ্মীস্তব করিতে লাগিল।।

সদয়া হইল লক্ষ্মী তাহার উপরে।
পুনরায় কৃপা দৃষ্টি দেন সদাগরে ।
মনে মনে মা লক্ষ্মীরে করিয়া প্রণাম
ব্রতের সংকল্প করি আসে নিজ ধাম॥
লক্ষ্মীব্রত করে সাধু লয়ে বধুগণ।।
সাধুর সংসার হলো পূর্বের মতন |
এইভাবে লক্ষ্মীব্রত মর্ত্যেতে প্রচার।
সদা মনে রেখো সবে লক্ষ্মীব্রত সার।
এই ব্রত যেই নারী করে একমনে।।
লক্ষ্মীর কৃপায় সেই বাড়ে ধনে জনে ।
যোড় করি হাত ভক্তি যুক্ত মনে।
করহ প্রণাম এবে যে থাক যেখানে।
ব্রতকথা যেবা পড়ে যেবা রাখে ঘরে ।
লক্ষ্মীর কৃপায় তার মনোবাঞ্ছা পুরে ॥
লক্ষ্মীর ব্রতের কথা বড় মধুময়।
প্রণাম করিয়া যাও যে যার আলয় ।
লক্ষ্মী ব্রতকথা হেথা হৈল সমাপন।
মনের আনন্দে বল লক্ষ্মীনারায়ণ।

OR

মা লক্ষ্মীর পাঁচালী..

দোল পূর্ণিমার নিশি নির্মল আকাশ।ধীরে ধীরে বইতেছে মলয় বাতাস ।।বৈকুন্ঠেতে একাসনে লক্ষ্মী নারায়ন ।করিতেছে কত কথাসুখে আলাপন।।সৃষ্টিতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব কত কথাহয় ।শুনিয়া পুলকিতহয় দেবীর হৃদয়।।অকস্মাৎ দেবর্ষিনারায়ন স্বরে ।আসিলেন ভক্তিচিত্তে বৈকুন্ঠ নগরে ।।প্রনাম করি দেবর্ষি বলেন বচন ।মর্ত্যে দুর্ভিক্ষ মাগো কিভীষন ।। ঋষিবলে মাতুমিচঞ্চলা মন । সর্বদা ঘোরোভবনহতে ভবন ।। তাইমর্ত্যবাসী কষ্টকত পায় । দেখি তাহা কেমনে মমপ্রানে সয় ।। অন্নাভাবে লোকে কতকষ্ট ভোগে । মরিতেছে অনাহারেকৃশকায়রোগে ।। ধর্মাধর্ম লোকে সবেত্যাগ করিদিয়ে । স্ত্রী কন্যাবিক্রিকরে ক্ষুধার জ্বালায় ।।দুর্ভিক্ষে হইলো শেষে মরে জীবগন।দয়াকরে মাগো তুমি করো নিবারন ।।এই দুর্দশা দেখি প্রানে নাহি সয় ।করো নিবারন মাগো হইয়াসদয় ।।নারদের বাক্য শুনি কহেন হরিপ্রিয়া।বিশ্বমাতাআমিদেবী বিষ্ণুজায়া ।। যেযেমন করে সে তেমন পায় । সে দোষেকর্মফল, করে হায়হায়।। মহামায়ারস্বরূপে নারী সত্যবচন । মর্ত্যবাসীনা মানে এই কথন।। সদাচার কুলশীলদিয়া বিসর্জন । ঘরের লক্ষ্মীকেকরে সদা বর্জন ।। এমনমনুষ্যজাতিমহাপাপ করে । কর্ম দোষেলক্ষ্মী ত্যাজে তাহারে ।। নারীর পরমগতিস্বামী ভিন্ন কেবা । ভুলেও নাকরে নারী পতিপদসেবা ।।যথায়স্বেচ্ছায়ঘুরিয়া বেড়ায় ।গুরুজনে নানা কটুবাক্য শোনায় ।।সর্বদা হিংসা করে নামানে আচার ।হিংসাতেতারমজে সংসার ।। ছড়ানাহিদিয়ে, প্রভাতকালে । লক্ষ্মী সে স্থানছাড়িয়া চলে ।। অতিথি যদিউপস্থিতহয় দ্বারে । দূর দূর করি তারায়তাহাড়ে ।। যেবা গুরু, ব্রাহ্মণ দেখেভক্তি নাহি করে।মম নিবাস কভু নহে সেই ঘরে ।।এঁয়োতির চিহ্ন সিঁদুর শাখা নাদেয় ।বাসী কাপড়ে যথাতথাবেড়ায় ।। স্নাননিত্য নাহি করে যে মনুষ্য গণ ।ত্যাজিয়া তাহারে, করি অন্যত্র গমন।।তিথি ভেদে যেবা নিষিদ্ধদ্রব্য খায়।হই না কভুতারওপর সহায়।।যে মনুষ্য ভক্তিভাবে একদশী না করে ।কদাপি নাহি থাকি তাহার ঘরে ।।উচ্চহাসিহাসিয়াযে নারী ঘোরে ।গুরুজন দেখি ঘোমটা না টানে ।।বয়োজ্যেষ্ঠ দেখি যারা প্রনামনাকরে ।সন্ধ্যাকালে ধূপ দীপনাহি দেয় ঘরে ।।ঠাকুর দেবতা আদিকভু নাপূজে । সাধুসন্ন্যাসী

দেখি হাসাহাসি করে ।।এমন নারী যে গৃহেতে বসতি রয় ।লক্ষ্মী ত্যাজে তাহাকে জানিবে নিশ্চয় ।।এত বলি লক্ষ্মী দেবী বলেন মুনিকে ।কর্মদোষে মনুষ্য নিজফল ভোগে ।। ঋষি বলে মাগো তুমি জগতজননী । সন্তান কে করো ক্ষমা হে সনাতনী ।। দূর করি দাও মা ভীষন মহামারি । বর দিয়ে জীবেরে করহ নিস্তার ।। এই বলি বিদায় হইলেন মহামুনি । চিন্তিত হইয়া কহেন নারায়নী ।। কহ কহ কৃপাময় প্রভু নারায়ন । কিরূপে নিস্কৃতি পাইবে জীবগণ।। লক্ষ্মী দেবীর কথা শুনি কহেন জনার্দন ।শুন দেবী মন দিয়া আমার বচন ।। তুমি যে পরমা প্রকৃতি দেবী ভগবতী ।তোমার কৃপায় দূর হইবে অনাসৃষ্টি ।।যে জন গুরুবারে লক্ষ্মী ব্রত করে ।সুখে জীবন কাটাইবে তোমার বরে ।।লক্ষ্মী কভু নাহি ছাড়িবে তাহারে ।জীবনান্তে আসিবে সে বৈকুন্ঠ নগরে ।।মর্ত্যে গিয়া কর এই ব্রত প্রচার ।তোমার কৃপায় দূর হইবে অনাচার ।।গমন করেন দেবী শুনি হরিকথা ।পেঁচকে মর্ত্যে আইলেন জগতমাতা ।।অবন্তী নামক নগরী পাশে এক বন ।তথা আসি মা কমলা উপস্থিত হন ।।হেথায় ছিল ব্যবসায়ী ধনেশ্বর রায়।অগাধ ধন, চৌদ্দকুল বসি খায় ।। পত্নী সুমতি ছিল সাত কুমার। সংসার ছিল তার লক্ষ্মীর ভান্ডার।। যথাকালে ধনেশ্বর করিল গমন । বিধবা হইল পত্নী- ভাগ্যের লিখন ।। সর্বদা কলহ করে সপ্ত বধূ গণ । মারামারি কাটাকাটি হইত সর্বক্ষণ ।। সংসার রচলিযযোরমতো যার। সুখের পরিবার হইল ছারখার ।। এই দুঃখে ধনেশ্বর পত্নী ভীষন শোকে । বনে গমন করিল জীবন ত্যাজিতে ।। সেই বনে বৃদ্ধা বসি করে হায় হায়। এই বুঝি লিখেছিল বিধাতা তার খাতায় ।। এই দেখি হরিপ্রিয়া বৃদ্ধারূপ ধরে । ছদ্মবেশে দেখা দিলেন ধনেশ্বর ভার্যারে ।।দেবী কহেন কে তুমি দাও পরিচয় ।কোথা হতে আসিলে বলো হে আমায়।। স্থান বড় ভয়ানক নির্জন বন । হেথা হোথা নানা জন্তু করে বিচরণ । বুড়ি বলে মোর গো পোড়া কপাল আমার। ভয় আমি করি না আর মরিবার ।। এত বলি বৃদ্ধা সব কথা কন । শুনিয়া দুঃখিত হইল কমলার মন ।। বৃদ্ধা প্রতি বিষ্ণুপ্রিয়া কহেন বচন । আত্মহত্যা মহাপাপ শাস্ত্রের লিখন।। যাও তুমি গৃহে ফিরি কর গো লক্ষ্মী ব্রত । অবশ্যই আসিবে সুখ পূর্বের মতো ।। গুরুবারে সন্ধ্যাকালে মেলি এঁয়োগন । ব্রতের সকল কিছু করিবে আয়োজন ।। আসন পাতি তাহে লক্ষ্মী মূর্তি বসাইবে ।আম্র পল্লব, গোটা ফলে ঘট সাজিবে ।।বিবিধ পুস্প, বিল্বপত্র নৈবেদ্য সকল ।দিবে কলা,শর্করা আতপ তণ্ডুল ।।একটি কড়ি মুদ্রা রাখিবে লক্ষ্মী ঘটে।একমুষ্টি তণ্ডুল জমাইবে লক্ষ্মী ভাঁড়ে।।আম্র পল্লবে করিবে সিঁদুর তৈলে গোলা।চাল বাটি লক্ষ্মী সম্মুখে দিবে আলপনা ।।ধূপ দীপ জ্বালি সম্মুখে রাখিবে । আসন পাতি লক্ষ্মী পূজায় বসিবে ।। একমনে পূজা দিবে লক্ষ্মী নারায়ন । পূজা শেষে ব্রত কথা করিবে পাঠন।। না করিও পূজায় ঘণ্টা বাদন । পূজান্তে উলু দিবে মেলি এঁয়োগন ।। এই ভাবে যেই জন লক্ষ্মী ব্রত করে । কোন দুঃখ তার আর নাহি রহিবে ।। শুনিয়া বৃদ্ধা কহিল আনন্দিত মনে । কে মা তুমি কহ গো পরিচয় দানে ।। এই শুনি লক্ষ্মী দেবী স্ব মূর্তি ধরে । ভক্তি চিত্তে বৃদ্ধা কাঁদে ভূমি ওপর পড়ে ।।লক্ষ্মী বলে যাহ তুমি নিজের ভবন ।গুরুবারে আমাকে পূজিবে নিয়মমতোন ।।এত বলি বিদায় লইল সাগর নন্দিনী(মা লক্ষ্মী সাগর রাজার কন্যা) ।ঘরে ফিরি আসিল ধনেশ্বর পত্নী ।। বধূগনে কহিল লক্ষ্মীর ব্রতের কথন ।গুরুবারে লক্ষ্মী ভজে সপ্ত বধূ গণ ।।ধীরে ধীরে হইল সুখের ভবন । যেমন আছিল ঘর পূর্বের মতোন ।। সপ্ত ভাই মিলে মিশে কলহ বিসর্জন । সংসার হইল যেন স্বর্গের দেবভবন ।। এই দেখি এক রমণী পূজা মানত করে ।স্বামী চিররোগী, উপার্জন হীন সংসারে।।ভক্তি ভরে সেই নারী লক্ষ্মী দেবী ভজে । হরিপ্রিয়ার কৃপায় তাহার দুঃখ সকল ঘোচে ।।রোগ ছাড়ি তার স্বামী সুস্থ হইল। এইভাবে সকল দুঃখ তার ঘুচিল।। আনন্দে দিনে জন্মিল তাঁহাদের সুন্দর নন্দন ।লক্ষ্মীর কৃপায় তার বাড়িল ধন জন ।। এইভাবে লক্ষ্মী ব্রত ছড়ায় দেশে দেশান্তরে ।সকলে শুনি লক্ষ্মী দেবীর পূজা করে ।।লক্ষ্মী কৃপায় সকলের দুঃখ চলি যায় ।কমলার কৃপা সকলের ওপর বর্ষায় ।।একদিন লক্ষ্মী পূজা করে বামাগন ।আসিল এক বণিক তাঁহাদের সদন ।। বণিক কহে কোন দেবী কি পরিচয় । করিলে পূজা দেবীর, কি ফল হয় ।। বামারা বলে ইনি লক্ষ্মী দেবী জগত জননী।লক্ষ্মী কৃপায় সুখে রহে ব্রতিনী ।।গুরুবারে যে জন লক্ষ্মী পূজা করে ।অবশ্যই থাকিবে সুখে কমলার বরে ।। এই বাক্য শুনে হাসে বণিক

মহাশয়।মানিনা এই সত্য তব কথায় ।। কপালে যদি না থাকে ধনের লিখন। কিরূপে দিবে লক্ষ্মী বর- ধন- জন ।।শুধু শুধু লক্ষ্মীপূজা করি কি হয়।বৃথা কাটাইতেছো কমলাপূজায়।। গর্বভরা বাক্য লক্ষ্মী সহিতে নারে । ধীরে ধীরে মা কমলা ছাড়িল তাহারে।। ঝড় উঠি তার নৌকা জলে ডোবে । ধন জন আদি গেলো নানা রোগে ভোগে ।। মড়ক রোগে তার গৃহ হইল ছারখার । ভিখারী হইয়া বণিক ঘোরে দ্বারে দ্বার ।।এককালে সে থাকিত রাজার হালে । আজ সে ভিখারী, পথে কষ্টে চলে ।। এইভাবে বহু দেশে ঘোরে সদাগর । একদিন আইলো সে অবন্তী নগর ।। সেই স্থানে ব্রত করে যতেক বামাগনে ।বসি তারা মন দিয়ে লক্ষ্মীর ভজনে ।।এই দেখি পূর্ব কথা হইলো স্মরণ । এইস্থানে দেবীরে করেছি অবমানন ।।সেই পাপে সব ধ্বংস হইলো তার।ভূমিতে লোটাইয়ে সদাগর কান্দে বারবার ।।এই স্থানে করেছি মাগো বহু অহঙ্কার ।সেই পাপে সব কিছু হইলো ছারখার ।।ধন গর্বে মত্ত হয়ে করিনু অবহেলা ।সেই অপরাধে মা তুমি মোরে ত্যাজিলা।।ক্ষুধার জ্বালায় মাগো ঘুরি দেশে দেশান্তরে ।ধন- জন- আত্মীয় গেলো আমাকে ছেড়ে ।।তুমি মাতা দয়াময়ী বিষ্ণু বক্ষবিলাসিনী ।তুমি মাতা ভগবতী জগতপালিনী ।। তুমি যারে রক্ষা করো কিসেরে তার ভয় । তুমি যারে ত্যাজি যাও,সে সব হারায় ।।তুমি যারে কৃপা কর, সেই ধন্য হয় ।তোমার আশিসে মাগো সর্ব সিদ্ধি হয় ।।এই ভাবে সদাগর লক্ষ্মী স্তব করে ।কমলার কৃপাদৃষ্টি বনিকের উপর পড়ে ।।লক্ষ্মীর কৃপায় বনিক সব ফিরি পায়।গৃহে ফিরি মন দেয় লক্ষ্মীর পূজায় ।।লক্ষ্মীর কৃপায় তাহার ধন জন বাড়ে ।এই ভাবে ব্রত প্রচার হয় দেশে দেশান্তরে ।এই ভাবে সকলে লক্ষ্মী পূজা করে । ধনে জনে বাড়িল কমলার বরে ।। খাদ্য ধনজন বাড়িল লক্ষ্মীর কৃপায়। হরি হরি বল তুলিয়া হস্ত দ্বয় ।। যেই জন ভক্তিভরে লক্ষ্মী পূজিবে । অবশ্যই তাহার দুঃখ সকল ঘুচিবে ।। যে পড়ে ব্রতকথা,আর যেবা করে শ্রবন ।অবশ্যই পাইবে সে মা লক্ষ্মীর চরণ ।।ব্রত কথা শুনিবে অবশ্যই ভক্তি মনে ।লক্ষ্মীর কৃপায় বাড়িবে ধনে জনে ।। জয় জয় ব্রহ্মময়ী, মা নারায়নী । তোমার কৃপায় শেষ করিনু গ্রন্থ খানি ।